নিবেদন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করার সময়ে গবেষণা কর্মটির পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ ছাড়াও মাতৃভাষা চর্চা করার অভিপ্রায়ে আমি আমার শিক্ষক মীর রেজাউল করিমের তত্ত্বাবধানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণা পরিকল্পনাটি পাঠাই এবং সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গবেষণার যোগ্য বিষয় হিসাবে মনোনীত হয়। আমার শিক্ষক মহাশয়দের নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও উপদেশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

গবেষণা পত্র রচনার ব্যাপারে যাদের থেকে নানাভাবে সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম। তিনি শুধু আমার গবেষণা নির্দেশকই নন, তিনি আমার শিক্ষাগুরু। তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য ছাড়া আমার উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল না। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনকালে পবিত্র সরকার, নির্মল দাশ, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো বিশিষ্ট অধ্যাপকদের আমি শিক্ষকরূপে পেয়েছি। পরবর্তীকালে গবেষণা করার সময় তাঁদের থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাঁরা বহু ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে সময় দিয়েছেন এবং গবেষণাপত্রটির অনেক ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, অধ্যাপক সুদীপ বসু, অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ, অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট, অধ্যাপক লায়েক আলি খান, নীলাদ্রি শেখর দাশ, রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণা কর্মে নানা ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, আগড়পাড়া রবীন্দ্র পাঠাগার, আগড়পাড়া পাঠাগার, আড়িয়াদহ গ্রন্থাগার, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। আমি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী। আমার দাদু পেশায় ডাক্তার হলেও বাংলা সাহিত্যের তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ শালা আমার জন্য উন্মুক্ত ছিল। সেই সংগ্রহ থেকে

বাংলা সাহিত্য ও সমালোচনায় প্রচুর গ্রন্থ আমি পেয়েছি। আমার পড়াশোনার অন্যতম প্রেরণাদাত্রী ডাক্তার-ঠাকুমা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নাই, জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্তে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করি। আত্মীয়, পরিজন, সমকর্মী বন্ধুরা আমায় নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। 'রেজ ডট কম'-এর কর্ণধার সুমন রায়, পুষ্পেন্দু গিরি, অরিন্দম দাশগুপ্ত মুদ্রণের কঠিন, দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আমার মা-বাবা আমার-স্ত্রী ও পরিবারের সাহায্য ছাড়া গবেষণা কর্ম কোনোভাবেই শেষ করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কর্মটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

'স্ব-ভূমি'
গ্রাম + পোঃ - গজা
জেলা - হাওড়া
থানা - উদয়নারায়ণপুর

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়